সংবাদ

তারিখ ... 1 3 MAY 2003

বিদ্যার্জন, জ্ঞানার্জন এবং নকল বর্জন

আবদুল হালিম

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে রীতিমতো পর্যস্ত হয়ে পড়েছে বোধহয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে তিপন্ন করতে হবে না। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কলেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন যে- কোন ক অবোধ্য কারণে প্রতিবছর লাখ লাখ ছেলেমেয়ে তথা ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ াধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পরীক্ষা দেন: অনেকে কৃতকার্য হন, অনেকে অসফল হন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষার মান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে- একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। শিক্ষা বিষয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন অথবা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা জড়িত- শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিচালকগণ, ভুক্তভোগী অভিভাবক এবং চিন্তাশীল জনগণ- তারা সকলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বেগ বোধ করেন। পত্রপত্রিকায় প্রায়শই এ বিষয়ে নানারকম সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন পথে অগ্রসর হলে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে- সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করতে কেউ সক্ষম হন না।

আমাদের দেশের শিক্ষার মান যে সন্তোষজনক নয় একথা পাস করা ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারেন, যখন তারা পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যোগদানের চেষ্টা করেন। দেখা যায়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা আশানুরূপ যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হন। সরকারি বা বেসরকারি যেকোন প্রকার চাকরির ইন্টারভিউতে তারা নিজেদের দক্ষতা বা যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন না। এজন্য সচরাচর আমরা পাস করা ছাত্রদের অক্ষমতাকেই দায়ী করে থাকি; কিন্তু সত্যিই কি এ ব্যর্থতার জন্য তারা কোন অংশে বা সম্পূর্ণভাবে দায়ী? তারা তো পরীক্ষা দিয়ে পাস করেই এসেছেন, তাহলে চাকরির ইন্টারভিউতে তাদের শিক্ষার বা যোগ্যতার প্রতিফলন দেখা যায় না কেন? আর যারা স্কুল-কলেজে ভর্তি হন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে, শিক্ষকদের ক্রোধাঘাত এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে সহ্য করে, রাত জেগে পড়াশোনা করেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় ফেল করেন তাদের ব্যর্থতার জন্য কারা দায়ী? জাতির বিবেক নামে পরিচিত একজন শিক্ষামন্ত্রীর আমলে ডিগ্রি পরীক্ষায় দুই শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করেছিল। এর আগের ধাপগুলো পার হয়ে ফেল করলেন কেন? এ বিষয়টা নিয়ে কেউ চিন্তা-ভাবনা করেন না, বরং মাঝে মধ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যাপকহারে ছাত্রছাত্রীদের ফেল করিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় রকমের গলদ না থাকলে এত ছাত্র ফেল করবে কেন- সে বিষয়টা কেউ ভেবে দেখেন না।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে যখন বেশি বেশি কথা উঠতে শুরু হয় তখনই নতুন করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে এ পর্যন্ত কমসংখ্যক কমিশন গঠিত হয়নি। কিন্তু কোন শিক্ষা কমিশন বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রদান করেছেন বলে সকলে একমত হতে পারেন না। অধিকন্তু, একটা শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই, এমনকি তারা বাস্তবায়ন স্থগিত রেখে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন থেকে কমিশন- এভাবেই আমাদের শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে।

শিক্ষা কমিশনের ভেতরে এবং বাইরে যেসকল পণ্ডিত শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা কতগুলো অদ্ভুত এবং বিতর্কিত কথা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন। একটা বিতর্কের বিষয় হচ্ছে- ইংরেজি শেখানো হবে কিনা, হলে কোন্ পর্যায় থেকে এবং কতদূর পর্যন্ত। যারা ইংরেজি শেখানোর বিরুদ্ধে তার বলেন, মাতৃভাষা বাংলায় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান করতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান বাংলা ভাষায় লভ্য কিনা, তা তারা বিবেচনার মধ্যে আনেন না।

দ্বিতীয় বিতর্কের বিষয় হচ্ছে, অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে কিনা। দেশে এখন সরকার পরিচালিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেমন- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের এবং স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রত্যক্ষভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ আছে এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোও সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে বলে তাদেরও সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা চলে। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সরকারি হিসেবে গণ্য হতে পারে। মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউটগুলোও এক অর্থে সরকারি প্রতিষ্ঠান- যদিও এরা কার্যত স্বাধীন, অন্তত শিক্ষাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদানের অধিকারী সরকারি এবং বেসরকারি কলেজসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন- সে অর্থে এরাও সরকারি প্রতিষ্ঠান। ওপরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হলো তাদের প্রদত্ত সনদপত্র এবং ডিগ্রি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

এছাড়া প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত অন্য এক ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে- এদের সচরাচর প্রাইভেট নামে চিহ্নিত করা হয়, যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, (প্রাইভেট) কিন্ডারগার্টেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। অনেক প্রাইভেট ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

আমাদের দেশে মৌলিক চিন্তাবিদ এবং গবেষকের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। শুধু ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হলেই মৌলিকত্ব অর্জন করা যায় না- প্রবীণ বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের দেখে আমরা তা অনেকটা অনুধাবন করতে পারি। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ পণ্ডিতবর্গ অবস্থাগুণে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। একালের ছেলেমেয়েরা বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু ইংরেজি জ্ঞানের অভাবে বিশ্বের উচ্চতর জ্ঞান ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থা থেকে তাদের মুক্তিলাভ করতে হবে নিজের চেষ্টাতেই। প্রবীণরা তাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারবেন না। কারণ তাদের চিন্তাধারাতে গলদ আছে।

আরেকটি ভিন্নধারার শিক্ষা ব্যবস্থা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসাসমূহে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান, মানবিক ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাদ্রাসা থেকে পাস করে ছাত্ররা সাধারণ ধারার উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি পর্যায়ের ক্লাসে ভর্তি হতে পারে। মাদ্রাসার নিজস্ব ধারায় স্নাতক প্রভৃতি পর্যায়েও শিক্ষালাভ করা যায়।

এ পরিস্থিতিতে যদি কেউ বলেন যে, অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চাই- সেটা বাস্তবসম্মত কথা হবে না। সরকার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় বেসরকারি এবং প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে আপত্তি করার কিছু নেই। এখন অনেক এনজিও প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের স্বার্থবিরোধী ভাবধারা শেখানো হচ্ছে কিনা। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অন্তর্গত। কিন্তু যখন বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (কিন্ডারগ্যার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রভৃতিকে) বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন তখন তা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সঙ্কোচের দাবিই হয়ে দাঁড়ায়: যখন আমরা সব মানুষের সাধারণ শিক্ষার এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব না, তখন বেসরকারি এবং প্রাইভেট উদ্যোগে কেউ যদি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেন, তাতে বাধা সৃষ্টি করা কোনক্রমেই উচিত না। কিন্তু যারা ইংরেজি শেখার বা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ার বিরোধী তারা এ ধরনের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল বন্ধ করে দেয়ার পক্ষপাতী। তাদের এ জনস্বার্থবিরোধী নীতিকে সর্বস্তরের মানুষ বাতিল করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে, তা উপরোক্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের তত্ত্বকে বাস্তবে নস্যাৎ করে দেয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যদি নিজেরাই পথ খুঁজে না বের করতে পারেন তাহলে প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রদর্শিত পন্থা নতুন যুগের ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার পথ রুদ্ধই করবে। পাকিস্তান আমলের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে তাদের চিন্তাধারা সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। নানা ছুতোয় বাংলা প্রীতির নাম করে তারা এখন ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে তথা জ্ঞানার্জনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারা।

এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নতুন যুগের শিক্ষার্থীদেরই করতে হবে। তাদের কাজটা অবশ্য এখন দ্বিগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। গত তিরিশ বছর ধরে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা কার্যক্ষেত্রে শিক্ষার বিনাশের পথই প্রশস্ত করেছেন। এখন বিদ্যাহীন, জ্ঞানহীন তরুণ সমাজ দেশে-বিদেশে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রার শুরুতে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা যতখানি শিক্ষানুরাগী ছিল, ইংরেজি শিক্ষা দূর করার নামে জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ করে তাদেরকে শিক্ষা লাভের প্রতি ততখানিই নিস্পৃহ করে তোলা হলো। এখন ছাত্ররা জানতে চায়, শিখতে চায়, শিখতে পারে না। পরীক্ষায় পাস করতে চায়, পাস করতে পারে না। এখন ইংরেজি শিখতে চাইলেও সুযোগের অভাবে শিখতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। বাংলা মাধ্যমও তাদের জন্য খুব একটা সহায়ক হচ্ছে না; পরীক্ষা পাসের আশঙ্কায় অনেকে নকলের আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের শিক্ষাবিদরা এ নকল প্রবণতার কারণ নির্ণয় করতে পারছেন না, প্রতিকারের কোন পথ নির্দেশ করতেও পারছেন না।

প্রকৃত পরিস্থিতি হচ্ছে, আমাদের ছাত্রদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। নকল না করেও যে পরীক্ষায় পাস করা যায় তা আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের কেউ বুঝিয়ে বলেন না। স্কুল-কলেজে যদি পর্যাপ্ত শিক্ষক নাও থাকেন, নোটবই বা গাইড বই পড়েও পাস করা সম্ভব। তবে এভাবে নোটবই মুখস্থ করে শুধু পরীক্ষায় পাস করাই সম্ভব, জ্ঞানার্জন সম্ভব না। জ্ঞানলাভ করতে হলে আরও অনেক কষ্ট করতে হবে।

স্কুল-কলেজে যত ভাল শিক্ষকই থাকুন, শুধু ক্লাস লেকচার শুনে পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন নিয়মিত বই পড়া- নিজ নিজ ক্ষেত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়া। এজন্য ইংরেজি শিখতে হবে এবং ইংরেজিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়তে হবে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে এ কলামে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যারা ইং[...] শিক্ষার বিরোধী তারাও বাংলা মাধ্যমে পাস ক[...] পর কেউ যদি ইংরেজি আয়ত্ত করেন এ[...] ইংরেজিতে জ্ঞান আহরণ করেন- তাদের জ্ঞানার্জ[...] বাধা দিতে পারবেন না। ছাত্রদের যদি প্রকৃত জ্ঞা[...] লাভ করতে হয় তাহলে ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পর[...] পড়াশোনার কাজটা শুরু করতে হবে। কার[...] ইংরেজি আয়ত্ত না করতে পারলে বিশ্বে[...] ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের জগতের সাথে সংযোগ রা[...] যাবে না এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক চিন্তাক্ষমতা অর্জন ক[...] সম্ভব হবে না।

যারা ছাত্র এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইংরেজি থে[...] দূরে রাখতে চান তারা আসলে একটি অগণতান্ত্রি[...] এবং জনস্বার্থবিরোধী কাজে মদত দিচ্ছে[...] শিক্ষার্থীদের পক্ষে এ বাধাকে দূর করার একম[...] উপায় হচ্ছে, এ বাধাকে পাশ কাটিয়ে অগ্র[...] হওয়া। মুখস্থ করে হোক, নোটবই পড়ে হো[...] বাংলা মাধ্যমেই পাস করতে হবে; পাশাপা[...] ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে[...] নোটবই পড়া বা মুখস্থ করে পাস করা দোষের কি[...] না। যারা পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়েছেন তারা মু[...] শক্তির বলেই পণ্ডিত হয়েছেন; কারণ স্মরণশক্তি[...] স্মৃতিশক্তিরই আরেক নাম মুখস্থ শক্তি।

আমাদের এ দরিদ্র দেশে অভিভাবকরা খেয়ে[...] খেয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শি[...]তে পাঠ[...] বিপুল অর্থ ব্যয় করেন ভবিষ্যতে [...] দেখবেন এ আশায়। কিন্তু [...] শিক্ষাবিদদের প্রণীত শিক্ষা[...] ছাত্রছাত্রীরা শুধু অজ্ঞতা ও অকৃতকার্যতার [...] নিয়ে ঘরে ফেরেন। এতদিনে একথা পরিষ্কার [...] যাওয়ার কথা যে পরীক্ষায় পাস করা [...] জ্ঞানার্জন করতে হবে, বিদ্যার্জন করতে [...] হলে যারা পরীক্ষায় ফেল করছেন তাঁদের [...] মনোকষ্টে ভুগে কি লাভ? সামান্য কষ্ট করে মু[...] বিদ্যার সাহায্যে বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষায় পাস [...] ইংরেজিটা শিখে নিলেই হয়। তাহলে বি[...] জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণে [...] প্রতিবন্ধকতাই আর থাকবে না এরা সহ[...] মৌলিকত্বেরও অধিকারী হবেন। কারণ সাধ[...] ছাত্ররা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে পরী[...] পাস-ফেল যাই করুন না কেন, বাস্তবতার [...] তাদের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এরা যদি ইং[...] শিখে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশের অধিকার [...] করেন তবে এরা সবাই বাস্তবসম্মত এবং মৌ[...] চিন্তা আয়ত্ত করতে পারবেন। আমাদের [...] মৌলিক চিন্তাবিদ এবং গবেষকের সন্ধান বি[...] পাওয়া যায় না। শুধু ইংরেজিতে সুপণ্ডিত [...] মৌলিকত্ব অর্জন করা যায় না- প্রবীণ বুদ্ধি[...] এবং শিক্ষাবিদদের দেখে আমরা তা অ[...] অনুধাবন করতে পারি। ব্রিটিশ এবং পাকি[...] আমলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ পণ্ডিতবর্গ অবস্থাগুণে বা[...] থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। একালের ছেলেমেয়েরা [...] বতা সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু ইংরেজি জ্ঞা[...] অভাবে বিশ্বের উচ্চতর জ্ঞান ও সংস্কৃতি [...] বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থা থেকে তাদের মুক্তিলাভ ক[...] হবে নিজের চেষ্টাতেই। প্রবীণরা তাদের কোন[...] সাহায্য করতে পারবেন না। কারণ তাদের [...] ধারাতে গলদ আছে।

আজকের আলোচনার মূল বিষয় ছিল জ্ঞান[...] বিদ্যার্জন। বিদ্যমান অবস্থা দেখে মনে হয়- [...] শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই এ বিষয়ে পথ খুঁজে [...] হবে। প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষাবিদরা যা বলছেন [...] অর্থ হলো, যাদের প্রয়োজন তারাই শুধু শি[...] উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবেন। আমরা [...] গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি নাগরিকের জন্য [...] শিক্ষা লাভের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। [...] প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারিভাবে উচ্চ শিক্ষার [...] উন্মুক্ত না রাখা হয় তাহলে তরুণদের নি[...] ব্যক্তিগত এবং প্রাইভেট উদ্যোগে শিক্ষ[...] ব্যবস্থা করে নিতে হবে- সেটা ইংরে[...] হোক বা বিজ্ঞান শিক্ষাই হোক। [...] মঙ্গল হবে, দেশেরও মঙ্গল হবে।